সাবেক মন্ত্রী ফরহাদের ভাই মৃদুলের সম্পত্তি ক্রোকে নোটিশ জারি

মেহেরপুরের সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ভাই ও যুবলীগ নেতা শহীদ সরফরাজ মৃদুলের বিরুদ্ধে দায়ের করা চেক ডিজঅনার মামলায় আদালতের দেওয়া জরিমানার টাকা আদায়ে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নিলামের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসনের পক্ষে সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে একটি টিম মৃদুলের বাসভবনে এ সংক্রান্ত নোটিশ জারি করেছেন।

নোটিশে সহকারী কমিশনার (ভুমি) সুরাইয়া জাহান ঝুরকা উল্লেখ করেছেন, আদালতের আদেশ অনুযায়ী দেওয়ানী কার্যবিধি,১৯০৮ এর ৭১ ধারা মতে দণ্ডিত ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা আদায়ের জন্য আসামির বিক্রয়যোগ্য সম্পত্তি জব্দ, ক্রোক ও নিলাম পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মামলার নথি ও বাদী সূত্রে জানা গেছে, ব্যবসায়িক অংশীদার দেবাশীষ কুমার বাগচী ২০২৪ সালে মৃদুলের বিরুদ্ধে ১ কোটি ৮০ লাখ টাকার চেক ডিজঅনারের অভিযোগে মামলা করেন। মামলার নম্বর এসসি-১৫৬/২০২৪, সিআর-৯০৭/২০২৩। ২০২৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আদালত মামলার রায়ে শহীদ সরফরাজ মৃদুলকে এক বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং চেকের টাকার দ্বিগুণ ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেন। নির্ধারিত সময় পার হলেও তিনি জরিমানার টাকা পরিশোধ বা আপিল করেননি বলে মামলার নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তীতে বাদী দেবাশীষ কুমার বাগচী জরিমানার টাকা আদায়ের জন্য আদালতে আবেদন করেন। আদালত আবেদন আমলে নিয়ে জরিমানার টাকা আদায়ে আসামির স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের নির্দেশ দেন। এ-সংক্রান্ত আদেশের অনুলিপি জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়।

এদিকে, আদালতের নির্দেশের পর শহীদ সরফরাজ মৃদুলের মালিকানাধীন ৩ কোটি ৬০ লাখ টাকা সমমূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি

তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে।

তালিকায় অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে তিনটি সিলিং ফ্যান, একটি ফ্রিজ, দুটি খাট, এক সেট সোফা, দুটি আলমিরা, একটি ড্রেসিং টেবিল ও একটি এসি। এসব মালামালের আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

অন্যদিকে, স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ঝাউবাড়িয়া মৌজার ৬৬৯২ নম্বর খতিয়ানে ২ দশমিক ৮২৯২ একর জমি, মেহেরপুর মৌজার ১৩৩১৭ নম্বর খতিয়ানে ০ দশমিক ০০৩২ একর, ২৯৬৩/২ নম্বর খতিয়ানে ০ দশমিক ০২৭৫ একর ও একই খতিয়ানের পৃথক দাগে ০ দশমিক ০০২৫ একর জমি, ১১৭১৮ নম্বর খতিয়ানে ০ দশমিক ০৪২১ একর এবং হরিরামপুর মৌজার ১৬০১ নম্বর খতিয়ানে ০ দশমিক ৪৬ একর জমি।

সব মিলিয়ে স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৩ দশমিক ৩৬৪৫ একর। এসব জমির আনুমানিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৩ কোটি ৫৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা।

আহ্বায়ক রফিকুজ্জামান রফিক, সদস্যসচিব আরিফুল ইসলাম

মেহেরপুর জেলা জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)র আংশিক আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ছয় মাসের জন্য এ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

কমিটিতে মো. রফিকুজ্জামান রফিককে আহ্বায়ক, মো. মুজাহিদুল ইসলামকে সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক, মো. আব্দুস সালাম ও মো. নুরুজ্জামান তাজলকে যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয়েছে।

এ ছাড়া মো. আরিফুল ইসলামকে সদস্যসচিব, মো. সৈকত জামান হাসনাতকে সিনিয়র যুগ্ম সদস্যসচিব এবং মো. তামিম ইসলাম ও মো. আশিক রাব্বীকে যুগ্ম সদস্যসচিব করা হয়েছে।

কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন মো. মাহবুব তৌহিদ রবিন

এবং সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন মো. আজম আলী। জুলাই গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক করা হয়েছে তানভীর মেহেদী ইমনকে।

এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন ও মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

মেহেরপুরে চতুর্থ শ্রেণি সরকারি কর্মচারী সমিতির আংশিক কমিটি ঘোষণা

‘করব কাজ, গড়ব দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে এবং অবিলম্বে নবম পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবিতে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সমিতির মেহেরপুর জেলা শাখার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদের সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও মেহেরপুর জেলা শাখার আহ্বায়ক মো. নাজমুল হক লিটনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সাবেক নাজির আত্তাব আলী খান। সভায় বক্তব্য দেন চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের প্রধান তুলনাকারক শফিকুল ইসলাম, সমন্বয় পরিষদের সদস্য শাহিন ইকবাল, ওমর ফারুক লিটন, আজিমুল ইসলাম, মো. মজিরুল ইসলাম, মীর মো. তাজুল ইসলাম, মুহা. কামরুল আযম বাবু, শিক্ষক মো. আসাদুল হক, ইউএনও কার্যালয়ের উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো. হাসানুজ্জামান, মো. আশরাফুল ইসলাম চান্দু ও খলিলুর রহমান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন রমজানুল করিম লেবু, প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান, আবু আলামিন, মো. তোফায়েল হোসেন, আব্দুর রশিদ, বিদৌরা বাবলী, মো. মাসুদ রানা, সানাউল্লাহসহ অনেকে।

মতবিনিময় সভাটি সঞ্চালনা করেন সমন্বয় পরিষদের সদস্যসচিব আবুল কালাম আজাদ।

সভা শেষে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী সমিতির জেলা শাখার আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে পিডিবির মজিরুল ইসলামকে সভাপতি, মো. তোফাজ্জল হোসেনকে সিনিয়র সহ-সভাপতি, ইউএনও কার্যালয়ের আশরাফুল ইসলাম চান্দুকে সাধারণ সম্পাদক, ডিসি কার্যালয়ের মো. মাসুদ রানাকে ১ম যুগ্ম সম্পাদক এবং মুজিবনগর ইউএনও কার্যালয়ের খলিলুর রহমানকে সাংগঠনিক সম্পাদক করা হয়।

এ সময় বক্তারা সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া বাস্তবায়ন এবং অবিলম্বে নবম পে-স্কেল বাস্তবায়নের দাবি জানান।

মেহেরপুরে স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকেল ৫টায় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আয়োজনে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মোল্লা মিন্টুর সভাপতিত্বে এবং সদস্য সচিব শহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. কামরুল হাসান ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিনুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. কামরুল হাসান বলেন, “স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিটি ওয়ার্ড ও অঞ্চলের যোগ্য ও সক্রিয় নেতাকর্মীদের মধ্য থেকেই আহ্বায়ক ও সিনিয়র নেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম, যাদের কমিটিতে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তারা মেহেরপুরের স্বেচ্ছাসেবক দলকে সুন্দর, সুসংগঠিত ও শক্তিশালীভাবে গড়ে তুলবেন—যেভাবে তারেক রহমান চান। আপনারা ইতোমধ্যে তার প্রমাণ দিয়েছেন। ইনশাআল্লাহ, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দল আরও এগিয়ে যাবে।”

আলোচনা সভায় বক্তারা স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর তাৎপর্য তুলে ধরেন। একই সঙ্গে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও গতিশীল করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন তারা।

পরে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নেতাকর্মীরা সংগঠনের ঐক্য ও সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও বেগবান করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুর পৌর জাসাসের উদ্যোগে গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ

মেহেরপুরে পৌর জাসাসের উদ্যোগে গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার পৌর এলাকার যাদবপুর ব্রিজসংলগ্ন এলাকায় এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক এস এম মকিদুর রহমান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ও পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিব। এ ছাড়া জেলা জাসাসের সদস্যসচিব

এ. বাকী বিল্লাহ, বিএনপি নেতা শাহিনুর রহমানসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচিতে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরেন বক্তারা। পরে উপস্থিত নেতাকর্মীরা বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপণ করেন এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে চারা বিতরণ করেন।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার এজেন্ট শামীম রেজা আবারো গ্রেপ্তার

অনলাইন জুয়ার এজেন্ট এবং সাইবার সুরক্ষা আইনে দায়ের হওয়া একাধিক মামলার চার্জশিটভুক্ত আসামি শামীম রেজাকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামে নিজ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগেও সে গ্রেপ্তার হয়েছিলো।

ডিবির একটি সূত্র ও স্থানীয় গ্রামবাসী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শামীম রেজার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে মেহেরপুরে দুটি এবং ঢাকার সিআইডিতে আরও তিনটি মামলা চলমান রয়েছে। এ ছাড়া সিআইডির সাইবার পুলিশ সেন্টার তার বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিংয়ের একাধিক অভিযোগে তদন্ত করছে বলে ঢাকা সিআইডির একটি সূত্র জানিয়েছে।

গ্রেপ্তারের বিষয়ে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ওসি প্রদীপ কুমার সানার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি একজন সাক্ষীর কারণে বর্তমানে মেহেরপুরের বাইরে রয়েছি। তবে আমার টিম একজন এজেন্টকে গ্রেপ্তার করেছে বলে শুনেছি। কাকে, কী কারণে এবং কোথা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা তদন্ত ও যাচাই-বাছাই শেষে আগামীকাল অফিসিয়াল প্রেস রিলিজের মাধ্যমে আপনাসহ সব

গণমাধ্যমকর্মীকে জানিয়ে দেওয়া হবে।’

স্থানীয় সূত্র ও অনুসন্ধানে জানা যায়, অনলাইন জুয়ার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যেই শামীমের সম্পদের পরিমাণ বাড়তে থাকে বলে স্থানীয়দের দাবি। পৈতৃক বাড়ি সংস্কারের পাশাপাশি আরও দুটি বহুতল ভবনের মালিক হয়েছেন বলেও স্থানীয়রা জানিয়েছেন। বর্তমানে যে বাড়িতে তিনি বসবাস করেন, সেটির পাইলিং করতেই দুই কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। বাড়িটির নিচে রয়েছে দুই তলা আন্ডারগ্রাউন্ড এবং ওপরে আরও তিন তলা।

বাড়ির পাশে থাকা একটি আমবাগানের অর্ধেকও শামীম কিনে নিয়েছেন বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। কোমরপুর গ্রামে প্রথম হার্ডওয়্যারের ব্যবসা শুরু করার সময় প্রায় দুই কোটি টাকার মালামাল তুলেছিলেন বলেও দাবি করেন স্থানীয়রা। এরপর অল্প সময়ের মধ্যে শুধু কোমরপুর গ্রামেই প্রায় ২৫ বিঘা জমি কিনেছেন বলে এলাকাবাসীর দাবি।

এ ছাড়া সাহেবপুর গ্রামে শ্বশুর ও স্ত্রীর নামে বিপুল পরিমাণ জমি কেনার অভিযোগও পাওয়া গেছে। তবে এ অভিযোগের বিষয়টি এখনো সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিপুল অর্থের মালিক হওয়ার পর শামীম টাকার প্রভাবে এলাকায় মাদক ব্যবসা ও নারী কেলেঙ্কারিতেও জড়িয়ে পড়েছেন। নিরাপত্তাজনিত কারণে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কোমরপুর গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা জানান, কিছুদিন আগে শামীমের একটি অনলাইন জুয়া চ্যানেলের এক পার্টনারকে অস্ত্র মামলায় ফাঁসিয়ে তার টাকা ও চ্যানেল আত্মসাৎ করার অভিযোগও রয়েছে তার বিরুদ্ধে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, শামীমকে গ্রেপ্তারে মেহেরপুরে তিনবার অভিযান পরিচালনা করেছিল ঢাকার অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।

মেহেরপুরে এনএসআই পরিচয়ে মাদক

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মহাসড়কের বিভাজন দেয়ালে পাট শুকাচ্ছেন কৃষক

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের প্রায় ৩০ কিলোমিটার অংশ চার লেনে উন্নীত করার কাজ শেষ হয়েছে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে।

প্রসস্ত সড়ক, মাঝখানে সড়ক বিভাজন (ডিভাইডার) আর নতুন অবকাঠামোয় বদলে গেছে এ পথের চেহারা। তবে নতুন এই বিভাজনের দেয়াল এখন শুধু যানবাহনের গতিপথ আলাদা করছে না, কৃষকের পাট শুকানোর কাজেও ব্যবহৃত হচ্ছে।

সড়কের বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে, কৃষকেরা ডিভাইডারের দেয়ালে পাটের আঁটি তুলে দিচ্ছেন। রোদে শুকানোর জন্য সড়কের পাশে ও বিভাজনের ওপর পাট মেলে রাখা হয়েছে। এতে একদিকে কৃষকের বাড়তি জায়গার প্রয়োজন মিটছে, অন্যদিকে ব্যস্ত মহাসড়কের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

সড়কের পাশে পাট শুকাচ্ছিলেন গাংনীর এক পাটচাষি আবদুল কাদের। তিনি বলেন, পাট শুকানোর জায়গা পাওয়া এখন বড় সমস্যা।

বাড়ির উঠান ছোট, মাঠেও সব সময় জায়গা থাকে না। ডিভাইডারের দেয়ালে পাট দিলে রোদ ভালো লাগে, শুকাতেও সময় কম লাগে। তবে গাড়ি খুব দ্রুত চলে ঝুঁকি যে আছে, সেটাও বুঝি।

তার মতো অনেক কৃষকের কাছেই সড়কের বিভাজন যেন অস্থায়ী পাট শুকানোর মাচা হয়ে উঠেছে। কিন্তু সড়ক ব্যবহারের নিয়মে এ ধরনের কাজে বিভাজন ব্যবহার করা কতটা নিরাপদ, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

সড়কে পাট শুকানোকাজে যুক্ত এক শ্রমিক রফিকুল ইসলাম বলেন, আমারা শ্রমিক। আমাদের যেখানে বলবে সেখানেই পাট মেলে শুকাবো।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের এক কর্মকর্তা বলেন, এই ডিভাইডার বানানো হয়েছে রাস্তার দুই পাশের যানবাহন আলাদা রাখার জন্য। এখন দেখছি অনেকে সেখানে পাট শুকাচ্ছেন। পাট শুকাতে গিয়ে কেউ যদি রাস্তার দিকে চলে আসেন বা কোনো পাট পড়ে যায়, তখন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তিনি আরও বলেন, সড়কটি নতুন হওয়ায় এখন যানবাহনের গতি অনেক বেশি। তাই রাস্তার পাশে কোনো কিছু শুকানো বা রাখা ঠিক হবে না। কৃষকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা থাকলে ভালো হয়।

স্থানীয় কৃষকেরা বলছেন, পাট উৎপাদনের পর শুকানো ও সংরক্ষণে গ্রামাঞ্চলে জায়গার সংকট দিন দিন বাড়ছে। ফলে সড়কের পাশে খোলা জায়গা, সেতুর রেলিং কিংবা ডিভাইডাঠ যেখানে একটু রোদ পাওয়া যায়, সেখানেই পাট শুকানোর চেষ্টা করেন তাঁরা।

তবে চার লেনের নতুন এই মহাসড়ককে কৃষিপণ্য শুকানোর জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা হলে সড়কের সৌন্দর্য ও নিরাপত্তা দুটিই ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে পাটের আঁটি বা শুকানো পাট বাতাসে কিংবা অসাবধানতায় মূল সড়কে চলে এলে বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কটি এখন দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়ক। চার লেনে উন্নীত হওয়ার পর এ পথে যান চলাচল যেমন বেড়েছে, তেমনি বেড়েছে যানবাহনের গতিও। তাই কৃষকের পাট শুকানোর প্রয়োজনের সঙ্গে সড়কের নিরাপত্তার বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখার দাবি স্থানীয়দের।

কৃষকের পাট শুকানোর জায়গা যেমন প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন নিরাপদ সড়কও। নতুন চার লেনের সড়কের বিভাজন যেন সেই প্রয়োজনের অস্থায়ী সমাধান না হয়ে ভবিষ্যতের কোনো দুর্ঘটনার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এখনই সে বিষয়ে নজর দেওয়ার সময়।

গাংনীতে ৪ পিস ইয়াবাসহ যুবক

আটক, জেল-জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনীতে ৪ পিস ইয়াবাসহ আটক তরিকুল ইসলাম (৪৪) নামের এক ব্যক্তিকে দুই হাজার টাকা জরিমানা ও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে দুপুরে কসবা গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত তরিকুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত আব্দুল মান্নানের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, নিজ বাড়িতে মাদক রেখে কেনাবেচা করা হচ্ছে, এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী থানা পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তরিকুল ইসলামকে আটক করে। শরীর তল্লাশী করা হলে তার কাছ থেকে ৪ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

পরে গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাবিদ হোসেন ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এ সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারায় তরিকুল ইসলামকে দুই হাজার টাকা জরিমানা এবং সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

গাংনী সীমান্তে ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রংমহল সীমান্তে অভিযান চালিয়ে ১৫ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করেছে ৪৭ বিজিবি। মঙ্গলবার (১৮ আগস্ট) ভোরে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

৪৭ বিজিবি সূত্রে জানা গেছে, সীমান্তের ১৩৭/২-এস পিলার থেকে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে রংমহল নামক স্থানে বিজিবির একটি চৌকস টহল দল অভিযান পরিচালনা করে।

এ সময় মালিকবিহীন অবস্থায় ১৫ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার করা গাঁজার আনুমানিক সিজার মূল্য ৫২ হাজার ৫০০ টাকা। পরে উদ্ধার করা মাদকদ্রব্য গাংনী থানায় জমা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় সংশ্লিষ্ট আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।